মুক্তিযুদ্ধের গল্প

বিতর্ক

তপন দেবনাথ

কাজের থেকে বাসায় ফিরে স্ত্রীর মুখ দর্শনেই জুনেদ শেখ বুঝলো আজ স্ত্রীর সাথে কিছু একটা নিয়ে বাজবে। স্ত্রীর মুখে রহস্যের রেখা জ্বলজ্বল করছে। এ রহস্য উৎঘাটনে তাকে দার্শনিক বা জ্যোতিষী কোনটাই হতে হয় না। জুনেদ শেখ বা তার পারিবারিক কোন একটা খুঁদ পেলেই লাভলী বেগমের মুখ মন্ডলে রহস্য দেখা দেয়। স্বামীর সাথে বোঝাপড়া না করে সে ছাড়ে না। জুনেদের পরিবার কোন দোষ করেছে আর লাভলী বেগমের নজরে পড়লে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হবে না এমনটি হতে পারে না। লাভলী বেগমকে জুনেদ ঝগড়াটে বউ বলেও খেতাব দিতে পারে না। নিজের স্ত্রী বলে কথা। সময় সময় স্ত্রীকে তার কত কাজে লাগে। হাত মুখ ধূয়ে সোফায় বসল জুনেদ। বার ঘন্টা কাজ শেষে বাসায় ফিরলে শরীরে আর কোন এনার্জিই থাকে না তার। গ্যাস স্টেশনে সপ্তাহে ৫ দিন কাজ। গত প্রায় দু'বছর ধরে মন্দা দেখা দেয়ার ফলে মালিকের আয় কিছুটা কমে গেছে। অন্যান্য কর্মচারিদের কর্মঘন্টা কমিয়ে দিয়ে এখন মালিক ও তার স্ত্রী কাজ করে পয়সা বাঁচায়। জুনেদের কর্মঘন্টা এখনো কমেনি। মালিক মাঝে মাঝে এ নিয়ে আলাপ করে। জুনেদ যখন বোঝে যে মালিক তার কর্মঘন্টা কমানের কথাই বলছে তখন জুনেদ অন্য মনস্ক হয়ে যায়, অন্য কাজে মনোনিক্ষেপ করে। মালিক হয়তো বুঝে নেয় যে জুনেদ চায় না তার কর্মঘন্টা কমুক। সে মালিকের বহুদিনের পুরনো বিশ্বস্থ কর্মচারি।

টেবিলে চা-নাস্তা রেখে লাভলী বেগম স্বামীর সামনে চেয়ার টেনে বসলো। বাংলাদেশী বোম্বে চানাচুর, মুড়ি, পিঁয়াজ-কাঁচা মরিচ দিয়ে মেখে একবাটি স্বামীকে দিল, এক বাটি লাভলী নিজে নিল। ছেলেমেয়েরা অন্য ঘরে আগামী দিনের হোমওয়ার্ক করছে। খেতে আরম্ভ করল জুনেদ। বার বার সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। লাভলী যেন কিছু বলি বলি করছে। তাকে রহস্যময়ী মনে হচ্ছে জুনেদের কাছে।

- তুমি কিছু বলবে বলে মনে হয়? জুনেদ প্রশ্ন করল।
- কী আর বলব? একটু আগে দেশে ফোন করেছিলাম। গত কয়েক মাস হলো আব্বার সাথে কথা নেই। যখনই ফোন করি তখনই বলে আব্বা হয় বড় আপার বাড়ি, না হয় ছোট আপার বাড়ি। উনিতো বাড়িতে থাকেনই না।
- কোন্ আব্বা? ঝাঝালো কণ্ঠস্বর জুনেদের।
- কোন্ আব্বা আবার? তোমার আব্বা, আমার শ্বশুর। আমার কি আর কোন বোন আছে নাকি যে ছোট আপা, বড় আপা থাকবে? রহস্য মিশ্রিত জবাব লাভলীর।
- ছোট আপা, বড় আপার বাড়ি থাকাটা মনে হয় কোন অন্যায়? তো, আমার আব্বা বাড়িতে থাকে না তোমার কোন অসুবিধা আছে? এবারো ঝাঝালো জবাব জুনেদের। মনে হয় এখনই রহস্যের জট খুলবে।
- আমি বলেছি আমার কোন অসুবিধা আছে? ভাবী বললো . . ।
- কোন ভাবী বললো? কি বললো? চটে আছে জুনেদ।
- এত মেজাজ দেখাও কেন? আমি কি যুদ্ধাপরাধী আসামী নাকি? আজ যেন নিজের আব্বাকে, নিজের ভাবীকে চিনতে পারছো না? রহস্যটা কি?
- রহস্য আমার মধ্যে নাকি তোমার মধ্যে? ভাবী কি বললো সেটা বলো।
- এমন আচরণ করলে বলবো কী করে? কথা বললেই হান্ড্রেট পাওয়ার বাল্বের মত জ্বলে উঠে। মনে হয় সুইচ অন করাই থাকে।
- ভনিতা ছাড়। আসল কথা বলো। কী বলেছে ভাবী? আমাদের কোন দোষ পেয়েছে?
- বুঝতে পারছো তাহলে?
- বুঝতে পারছি মানে? ন্যাকামো করো না। ন্যাকামো আমার একদম সহ্য হয় না।
- আমি ন্যাকমি করছি না। যখনই ফোন করে আব্বার খবর নিতে চাই বলে আব্বা বাড়ি নেই। ভাবীকে জিজ্ঞেস করলাম কয়েকমাস ধরে আব্বা বাড়ি নেই কারণ কি? ভাবী বললো আব্বা মামলার ভয়ে বাড়ি থেকে সরে আছে। কারা নাকি আব্বাকে পরামর্শ দিয়েছে বাড়ি থেকে সরে থাকার জন্য।

সোফা থেকে দাঁড়াল জুনেদ। চোখ তার জবা ফুলের মত লাল হয়ে গেল।
- আমার আব্বা পালিয়ে বেড়াচ্ছে? আব্বার নামে মামলা হয়েছে? ভাবী বললো এসব তোমাকে? আর আমি কিছুই জানলো না?

- গর্জে উঠলে যে? ভাবীতো আরো বললো বর্তমান সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে, এ কথা শোনার পর থেকেই আব্বা নাকি মুষড়ে পড়েছে। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়ে উকিল- মোক্তারের কাছে দৌড়াচ্ছে। এরপর কয়েকমাস হলো বড় আপার বাড়িতে যাই বলে যে গেল আর ফিরছে না। এখন বড় আপার বাড়ি, ছোট আপার বাড়িতে স্থায়ী বসবাস।
- ভাবী বললো এসব তোমাকে? আর অমনি তুমি তা বিশ্বাস করে আমার সাথে উকিলের মত জেড়া শুরু করলে? বাড়িতে ফোন করতে বলে কে তোমাকে? রাখো, ভাইয়াকে বলবো সব মোবাইল বন্ধ করে দিতে।

- কিন্তু তোমার এত উত্তেজিত হবার কারণ কি? তোমার চেহারা দেখে তো মনে হয় ভাবীর কথা সবই সত্য। তুমি না হয় তোমার শ্বশুরের খোঁজ-খবর নাও না। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার কোন দোষ হয় না। আমিতো বাড়ির বৌ, আমি যদি তাদের খোঁজ -খবর না নেই তাহলে তারা বলবে আমেরিকা এসে আমি তাদের কথা ভুলে গেছি। আমার কপালে শিং গজিয়েছে।

না, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। বাড়িতে আর তোমার ফোন করার দরকার নেই। যখন যা বলার দরকার আমি বললো। আমি কাজে গেলে যুদ্ধাপরাধী খুঁজে বেড়ানো হয়, না? বলি যুদ্ধের সময় কি তোমার জন্ম হয়েছিল? কে মুক্তিযোদ্ধা, কে রাজাকার তুমি বলো কি করে, অ্যাঁ?

- কে রাজাকার, কে মুক্তিযোদ্ধা, কে যুদ্ধাপরাধী আমি কিন্তু কিছুই বলিনি। আমরা এখানে এসেছি প্রায় তিন বছর। এরমধ্যে আব্বার সাথে বহুবার কথা বলেছি। কয়েকমাস যাবৎ আব্বার সাথে কথা বলতে না পারাতে ভাবীর কাছে জানতে চেয়েছি আব্বা এতমাস ধরে জামাই বাড়ি কি করে? ভাবী যা জেনেছে, আমাকে বলেছে। এসব কথা সত্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। গত কয়েকমাস ধরে যে আব্বা বাড়িতে নেই একথা তুমি জানতে না?
- হ্যাঁ, জানতাম। তাতে হয়েছে কি? আব্বা বুড়ো মানুষ। এখন তো আর কাজ কর্ম করতে পারে না। ভাইয়াই সব দেখা শোনা করে। আব্বা ঝি জামাই বাড়ি বেড়াচ্ছে, নাতি-নাতনী নিয়ে সময় কাটাচ্ছে, অসুবিধা কোথায়?
- কি কারণে আব্বা বাড়িতে থাকে না একথা তো আমাকে কোনদিন বলনি?
- আব্বা কোথায় থাকবে না থাকবে সেটা আব্বার ব্যাপার। তোমার কোন অনুমতির প্রয়োজন আছে? জুনেদের চোখ ঠিকরে যেন আগুন বের হচ্ছে। পারলে সে লাভলীর ঘাড় মটকে ধরে। কিন্তু এটা আমেরিকা, নাইন ওয়ান ওয়ান কল করলেই পুলিশ চলে আসবে। চৌদ্দ গোস্টির খবর নেয়া শুরু করবে তখন।
- কে কোথায় থাকবে তাতে আমার অনুমতির প্রয়োজন হবে কেন? শ্বশুরের খোঁজ খবর নেয়া যদি না জায়েজ হয় তা হলে আর নিব না।
- ঠিক আছে, আমাদের বাড়িতে আর তোমার ফোন করার দরকার নেই। আমরা বুঝবো আমাদের আব্বা কোথায় থাকবে না থাকবে। ফোনটা দাও, ভাইয়াকে ফোন করব। এখানে থেকে জীবন মাটি করে টাকা পাঠাই আর দেশে মহিলারা যুদ্ধাপরাধী খুঁজে বেড়ায়। নিজের শ্বশুর সম্পর্কে বলতেও মুখে আটকায় না?
- ফোন করলে ভাবীকে করো। ভাইয়া তো তোমার ভাই। তোমার সুরে কথা বলে।
- ফোনটা আনো তুমি। কার সাথে কথা বলবো সেটা তো আমার ব্যাপার।
- তোমার দরকার হলে তুমি আনো। একটু আগে কি বলেছিলে? এরই মধ্যে ভুলে গেছি মনে করেছো? এবার একটা একটা করে কল্লা ফেলবে।
- তুমি কিন্তু বেশী বেড়ে গেছো লাভলী। যুদ্ধের সময় কি তোমার জন্ম হয়েছিল?
- আমি কি বলেছি, যুদ্ধের সময় আমার জন্ম হয়েছে? যে কেহ তোমাকে এখন দেখলে বলে দিতে পারবে যে তুমি ভীত। সত্যকে আড়াল করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তুমি এখন একটা কাগুজে বাঘ। যুদ্ধের সময় আমার জন্ম হয়নি, তোমার জন্ম হয়েছিল? বলো যে তুমি দেশ স্বাধীন করেছো, বলো না?
জুনেদ চুপচাপ। রাগটা যেন কোথায় চলে গেল। স্ত্রীর মুখে নিজেকে কাগুজে বাঘ শুনে কেমন যেন কাপুরুষ লাগছে। আব্বার ব্যাপারে লাভলী কি সব জেনে গেছে? সব এবার ফাঁস হয়ে যাবে? ধূলোয় মিশে যাবে সব অহংকার? ভাবী আপন মানুষ হয়ে সব ফাঁস করে দিলো? একটু ভাবলো না তার শ্বশুরের মান সম্মান এর সাথে জড়িত। কথাগুলো লাভলীকে সে অন্যভাবে বলতে পারতো না?
- কি একেবারে চুপচাপ হয়ে গেলে যে? ভয় পেয়েছ? এবার আর রক্ষা নেই। বার বার পার পেয়ে গেছো? মুখে ভেংচি কাটলো লাভলী।

সময় সময় সাদা নিশান উড়াতে হয। কৌশল অবলম্বন করতে হয়। আমাদের হৃদয়ে যে এদেশটা নেই, হৃদয়ে বাস করে আমার বাপ দাদার আমলের ঐ দেশ একথা লাভলী বুঝে গেলে সব লোকজনের কাছে ফাঁস করে দিবে। তাহলে আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সময় এখন খুবই প্রতিকূলে। সাবধানে সামাল দিতে হবে।

- আচ্ছা লাভলী, আমাদের জন্মের আগের একটি ঘটনা নিয়ে আমরা বিতর্ক করছি কেন? সে সময় তো তুমি আমি কেউ ছিলাম না। শান্ত গলায় বললো জুনেদ। বল এখন লাভলীর পায়ে। সুযোগ এসেছে গোল দেয়ার। হেলায় ফেলায় গোল মিস হলে এমন সুবর্ণ সুযোগ আর নাও আসতে পারে।
- সেটা তুমিই ভালো জানো। আমিতো কোন বিতর্কের অবতারণা করিনি। সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করুক নতুবা মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার করুক তাতে তোমার বাবার কি? তিনি যদি কোন অপরাধ না করে থাকেন তাহলে তার ভয় কিসের? দেশে আরো লোকজন বাস করে না? সরকার তার একা প্রতিপক্ষ হবে কেন?
- তুমি সেসব বুঝবে না লাভলী। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জনগনের বিরুদ্ধে একচেটিয়া উল্টা-পাল্টা মামলা দিচ্ছে। সে সব কারণেই আব্বা হয়ত কয়েকদিন এদিক-সেদিক একটু সরে আছে।
- বাজে কথা একদম বলবে না কিন্তু। বাজে কথা আমার একদম সহ্য হয় না।
- এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তোমাদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। সরকারের তো আর কাজ নেই, দেশের নিরীহ নির্দোষ লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা - - - ।
করে হয়রাণী করবে। চোরের মনই পুলিশ পুলিশ। তোমার আব্বা, আমার আব্বা তো প্রায় সমবয়সী, কৈ আমার আব্বাতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে না। ক্রমান্বয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে লাভলী। মুখে এখন রহস্য নেই তার। দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট।
- তোমার আব্বা যুদ্ধের সময় কি ভূমিকা রেখেছিল আমরা কিন্তু কখনো সে প্রশ্ন করিনি। মিনমিনিয়ে কথা বলছে জুনেদ।
-মুখ সামলে কথা বলবে কিন্তু। আমার আব্বার সাথেতো তোমার কত বার দেখা হয়েছে। সাহস থাকলে জিজ্ঞাসা করতে যুদ্ধের সময় আপনার ভূমিকা কি ছিল? সরকারি কর্মচারি হিসেবে আব্বা এখনো পেনশন পান। দেশে যখন অরাজকতা শুরু হলো, আব্বা চাকরি ফেলে যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, হঠাৎ করেই এমন অসুস্থ্য হলেন যে আর যুদ্ধে যেতে পারলেন না। দেশ স্বাধীন হবার পর আব্বাকে আবার ডেকে আগের চাকরিতে পূর্নবহাল করে। একথা কে না জানে?
- থাক, আমি সেসব বিতর্কে যেতে চাই না। যা জেনেছ এ পর্যন্ত থাক, কোন কথা কারো কাছে বলেছ তো রক্ষা নেই। বাজার লাগবে কিছু। জুনেদ কৌশল অবলম্বন করল।
- লাগবে মানে? ঘরে কিছু নেই। জনস মার্কেটে সেল দিয়েছে। এই বাজার লিষ্ট।
চায়ের কাপটা টেবিলের উপর আছড়ে রেখে উষ্ণ কণ্ঠে হুম বলে দরজা খুলে জুনেদ বাইরে চলে গেল।

- লস এঞ্জেলেস

খবর ডট কম